সিলেট বিভাগের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির তালিকা

(ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা সর্বমোট: ১৭টি)

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. শাহজালাল দরগাহ		**১. সিলেট** (মোট ১২টি)	**সিলেট সদর**	২৪°৫৪'০৮.৬" উ. ৯১°৫১'৫৬.৫" পূ.	The Assam Gazette 14 July, 1921	হযরত শাহ জালাল (র:) খ্রিস্টীয় ১৪ শতকের ইসলাম ধর্মের একজন সাধক। হযরত শাহজালালের দরগাহ-এর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থাপত্য ইমরাতটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট। এটি ফৌজদার ফরহাদ খান ১০৭৮ হিজরি (১৬৬৭ খ্রি.) নির্মাণ করেন। বড় এক গম্বুজটির ৪ কোণে ৪টি পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ রয়েছে। এ প্রবেশ পথগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়।
২. শাহপরাণ দরগাহ			**সিলেট সদর**	২৪°৫৪'২৩.৯" উ. ৯১°৫৬'০৫.৪" পূ.	The Assam Gazette 22 April, 1921	আনুমানিক সময় ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ। সিলেট শহর থেকে জয়ন্তিয়াপুর যেতে প্রায় চার মাইল পূর্ব দিকে শাহ পরাণের মসজিদ ও দরগাহ অবস্থিত। এখানে সমাহিত রয়েছেন শাহ পরাণ নামে বিখ্যাত দরবেশ। স্থানীয় দরগাহ কমিটি কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে সংস্কার কাজ সম্পাদিত হওয়ার ফলে এখানকার প্রাচীন কাঠামোর কোন কিছু আজ আর অবশিষ্ট নেই।
২. তিন মন্দির (রাজা গম্ভীর সিং এর তিন মন্দির)			**সিলেট সদর** শিব বাড়ি লামা বাজার	২৪°৫৩'৪৯.৭" উ. ৯১°৫১'৪১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই ২০১২	সিলেট সদর উপজেলার লামা বাজার শিব বাড়িতে তিনটি মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। প্রথমটির ভূমি নকশা আয়তাকার এবং পরের ২টি বর্গাকার। রাজা গম্ভীর সিংহ কর্তৃক এ মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়। যিনি মনিপুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলে জানা যায়। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় খ্রিস্টীয় ১৮২৫ সালে যান্দাবো শহরে যে সন্ধি হয়, তার শর্ত মতে গম্ভীর সিংহ মণিপুরের অধিপতি বলে স্বীকৃত হন। সে সময়ে মন্দির ৩টি নির্মিত বলে জানা যায়।
৪. শ্রী চৈতন্য মন্দির			**গোলাপগঞ্জ** গ্রাম: ঢাকা দক্ষিণ	২৪°৪৮'১৬.৯" উ. ৯২°০২'৩২.১" পূ.	The Assam Gazette 15 May 1921	এটি শ্রী চৈতন্য দেবের আদি বাসস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। খ্রিস্টীয় ১৮ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন সিলেটের দেওয়ান গোলাব রায়ের উদ্যোগে মন্দিরটি নির্মিত। সম্প্রতি মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আর্থিক সহায়তায় এখানে পুরাতন মন্দিরের সংস্কার, নাট মন্দির পুনঃনির্মাণ এবং নতুন স্থাপত্যিক কাঠামো, যেমন- স্থায়ী চৈতন্য মঞ্চ ও চতুর্পাশ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫. মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। জৈন্তাশ্বর বাড়ীর সম্মুখস্ত রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বা পাথর ৩টি ডিম্বাকৃতির ২টি			**জৈন্তাপুর**	২৫°০৮'০৬.৫" উ. ৯২°০৭'২১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল ১৯৮৪	জৈন্তেশ্বরী বাড়ি মূলতঃ জৈন্তিয়া রাজাদের পূজিত দেবতার বাড়ি। ১৬১৮ সালে জৈন্তিয়ার রাজা যশোমানিক কোচরাজ লক্ষী নারায়ণের কন্যাকে বিয়ে করলে উপহার হিসেবে ধাতুনির্মিত মূল্যবান ১টি কালীমূর্তি প্রাপ্ত হন। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কালী মূর্তিকে এ বাড়িতে জৈন্তিশ্বরী কালী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। আভিজাত্যের মিশেলে বাড়িটি নির্মাণ করেন। জৈয়েন্তশ্বরী রাজবাড়ির সম্মুখভাগে বাড়ির দেয়াল ও প্রবেশদ্বারসহ ছোট ও বড় কতিপয়প্রশস্তরখণ্ড (মেনহির ও ডলমেন) রয়েছে।
৬. মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। জৈন্তাশ্বর বাড়ীর দক্ষিণ সংলগ্ন। লম্বা পাথর ৯টি চৌকোনাকৃতির ৯টি ডিম্বাকৃতির ১টি			**জৈন্তাপুর**	২৫°০৮'০৫.৭" উ. ৯২°০৭'২১.১" পূ.		দেব বংশের শেষ শাসক জয়ন্ত রায়ের জয়ন্তী নামক এক কন্যার সাথে খাসি আদিবাসী প্রধানের এক পুত্র লান্দোয়ারের বিয়ে হয়। এ বৈবাহিক সূত্র ধরে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জৈন্তাপুর রাজ্য খাসিয়াদের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসন চালুর পূর্ব পর্যন্ত জৈন্তাপুর রাজ্য স্বাধীনভাবে খাসি রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। জৈয়েন্তশ্বরী রাজবাড়ির সম্মুখভাগে বাড়ির দেয়াল ও প্রবেশদ্বারসহ ছোট ও বড় কতিপয়প্রশস্তরখণ্ড (মেনহির ও ডলমেন) রয়েছে।
৭. মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। বুটের তল। তামাবিল রোডের পূর্ব সংলগ্ন। লম্বা পাথর ৩টি চৌনাকৃতির ১টি ডিম্বাকৃতির ৪টি			**জৈন্তাপুর**	২৫°০৮'২২.৫" উ. ৯২°০৭'১১.৯" পূ.		মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধে (তামাবিল রোডের পূর্ব সংলগ্ন) ছোট ও বড় কতিপয় প্রশস্তরখণ্ড রয়েছে। যেগুলোর কিছু দণ্ডায়মান/মেনহির (menhir) অবস্থায় রয়েছে। খন্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে।
৮. মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। লম্বা পাথর ৮টি ডিম্বাকৃতির ১৪টি জৈন্তাশ্বর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে।			**জৈন্তাপুর**	২৫°০৮'০৫.০" উ. ৯২°০৭'২০.৯" পূ.		মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধ-এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হল বিরাট এক একটি খণ্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে। এ বেদীগুলো বিভিন্ন আকৃতির, কোনটি বর্গাকার, আবার কোনটি প্রায় বৃত্তাকার। এ গুলোর পিছনে বেশ কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত বা মেনহির (menhir) রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯. মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের স্মৃতিসৌধ মন্ত্রী বাড়ীর সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার পূর্ব সংলগ্ন লম্বা পাথর ২টি চৌকোনাকৃতির ২টি			জৈন্তাপুর	২৫°০৮'০৫.০" উ. ৯২°০৭'৩৫.৯" পূ.		মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধ (মন্ত্রী বাড়ীর সম্মুখে) এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হল খন্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে। এ বেদীগুলো বিভিন্ন আকৃতির, কোনটি বর্গাকার, আবার কোনটি প্রায় বৃত্তাকার। এ গুলোর পিছনে বেশ কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত বা মেনহির (menhir) রয়েছে। এর সামনে ইট দিয়ে নির্মিত তোরণ রয়েছে।
১০. ইরাবতি পান্থশালা	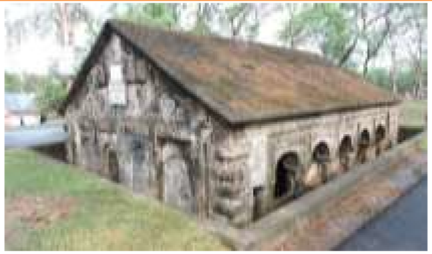		জৈন্তাপুর	২৫°০৫'৫১.৩" উ. ৯২°০৭'০৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪	জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় রাম সিংহ (১৭৯০-১৮৩২ খ্রি.) ঢুপী নামক গ্রামের পশ্চিম পাশে বিদ্যমান উঁচু টিলায় ১৭৯৮ খ্রি. শিব মন্দির স্থাপন করেন। পূণ্যার্থীগণের বিশ্রাম বা রাত্রে অবস্থানের জন্য রাজা একই সময়ে শিব মন্দিরের পাশে ইরাবতি পান্থশালাটি নির্মাণ করেন। ইট দিয়ে নির্মিত দোচালাবিশিষ্ট এ পান্থশালাটি সিলেট-জৈন্তাপুর সড়কের মাঝখানে অবস্থিত।
১১. বাহাদুরপুর পুরান বাড়ী জামে মসজিদ			বিয়ানী বাজার বাহাদুরপুর	২৪°৪৬'৩৮.৮"উ. ৯২°০৮'৫৮.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	তিন গম্বুজবিশিষ্ট চিনিটিকরীর এ মসজিদটি বাংলা ১৩৩৫ সনে শফিকুল হক চৌধুরী স্থাপন করেন। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে স্থাপিত: ১৩৪৯ হিজরী ও ১৩৩৫ বাংলা উৎকীর্ণ শিলিলিপি রয়েছে। এ হিসেবে মসজিদটি ১৯২৮ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটির সামনে ১টি বারান্দা ও ৬টি টারেট (turret) রয়েছে। দেয়ালজুড়ে চীনামাটির ফলকের টুকরো দিয়ে কারুকার্য করা মসজিদটির গম্বুজের ড্রামে ও কার্নিসের নিচের অংশে মারলন নকশা রয়েছে। মসজিদটির পূর্বদিকে শানবাঁধানো ঘাটবিশিষ্ট ১টি বড় পুকুর রয়েছে।
১২. গায়েবী দিঘীর প্রাচীন মসজিদ	-		জকিগঞ্জ বারঠাকুরী	-	বাংলাদেশ গেজেট ২ এপ্রিল, ১৯৮৭	অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে আধুনিক মসজিদ।
১৩. হাওলি রাজবাড়ি প্রাচীন লাউর রাজ্যের রাজধানী		২. সুনামগঞ্জ (মোট ২টি)	তাহিরপুর বড়দল হলহলিয়া	২৫°১০'১৯.৯" উ. ৯১°১১'৫২.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ নভেম্বর ২০১৯	বর্তমান সিলেট শহর (শ্রীহট্ট সহর) থেকে হাওলি রাজবাড়িটি প্রায় ৪৬.৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সুনামগঞ্জ জেলাধীন তাহিরপুর উপজেলার হলহলিয়া নামক গ্রামে অবস্থিত। হলহলিয়া রাজবাড়িটি লাউর রাজ্যের প্রাচীন ভৌগোলিক এলাকায় ইতিহাসের কোন এক সময়ে নির্মিত স্থাপত্যিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খনন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ প্রত্নস্থলটির বিস্তৃতি, স্থাপত্যিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষের দেয়াল, সীমানা প্রাচীর ও বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির প্রত্নবস্তু উন্মোচিত হয়।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪. পাইলগাঁও জমিদার বাড়ি			**জগন্নাথপুর**	২৪°৪১'৪৯.৮"উ. ৯১°৩৩'১৭.৭"পূ.	প্রজ্ঞাপন: ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১.১(অংশ)/৩৪,৩৬৫ তারিখ: ২১ জানুয়ারি ২০২১	সুনামগঞ্জ জেলায় জগন্নাথপুর উপজেলার অধীন পাইলগাও গ্রামে ঐতিহ্যবাহী এ জমিদার বাড়ির অবস্থান। এ জমিদার বাড়িটিতে মুঘল ও ব্রিটিশ শাসন আমলের স্থাপত্যিক কাঠামো ও এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জমিদারবাড়িটিতে বিশাল দিঘী, কাচারী ঘর, কারাগার, সুরম্য অট্টালিকা, মন্দির, ভোগ মন্দির, বিষ্ণু মন্দিরসহ শান বাধঁনো ঘাট আজও কালের সাক্ষ্য বহন করে টিকে আছে।
১৫. ভাটেরা টিলা মাউন্ড	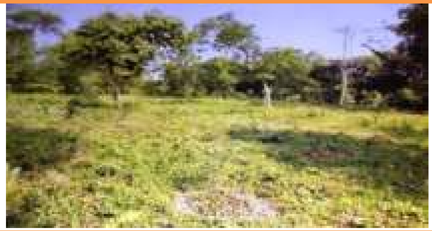	**৩. মৌলভীবাজার** (মোট ১টি)	**কুলাউড়া** ভাটেরা কলিমাবাদ	২৪°৩৭'১০.৩" উ. ৯১°৫৯'০৬.৩"পূ.	No. 3054-E Date: 18.11.1909	আনুমানিক সময় খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে রাজা ব্রহ্মজিৎ দক্ষিণ গৌড়ে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিজ নামের সাথে সঙ্গতি রেখে রাজ্যের নাম রাখেন ব্রহ্মাচল এবং ভট্টপাঠক বা ভাটেরাতে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমান বরমচাল রেল ষ্টেশনের স্থলে উক্ত রাজার রাজবাড়ি ছিল বলে ধারণা করা হয়। এখানে প্রাচীন তাম্রফলক পাওয়া গেছে (কপার প্লেটস অব সিলেট)। ভাটেরা টিলা মাউন্ডে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ সম্পাদিত হয়নি।
১৬. উচাইল মসজিদ		**৪. হবিগঞ্জ** (মোট ২টি)	**হবিগঞ্জ সদর** রাজিউড়া	২৪°১৮'০৮.৪" উ. ৯১°২১'৩২.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২ অক্টোবর ১৯৮৭	সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সিলেট অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গভাবে টিকে থাকা সুলতানী আমলের মসজিদ। প্রবেশ পথে পাথরের ১টি শিলালিপি রয়েছে। মূল প্রার্থনা কক্ষের ছাদে বড় ১টি গম্বুজ ও সামনের বারান্দার ছাদে ছোট ৩টি গম্বুজসহ মসজিদটির ৪টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের ৪ কোণে ৪ টি ও বারান্দার ২ কোণে ২ টি অষ্টভূজাকৃতির স্তম্ভ রয়েছে।
১৭. বিথঙ্গঁল বড় আখড়া			**বানিয়াচং** গ্রাম: বিথঙ্গঁল	২৪°২৬'৪৬.০" উ. ৯১°১৪'৪৫.৯" পূ.	প্রজ্ঞাপন: সবিম/শাঃ- ৬/প্রত্নঃ অধি-১৯/৯৭(অংশ ২১)/৩৫৩, তারিখ: ৩০/০৭/২০০৩ খ্রি.	খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর নামক একজন সাধক উপমহাদেশের বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ শেষে এ স্থানে এসে আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুরার রাজা মানিক্য বাহাদুর এ সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে প্রাচীন নির্মাণ কৌশলে ২টি ভবন নির্মাণ করা হয়। এ আখড়ায় ১২০ জন বৈষ্ণবের জন্য ১২০টি কক্ষ রয়েছে।